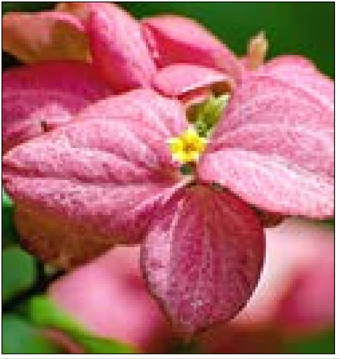

বাগান আলো
করে থাকে
রংবেরঙের
মুসান্ডা ৩

আনন্দবাজার পত্রিকা
পত্রিকা
XXCE
শনিবার ২৪ জুন ২০২৩

ছাড়তে শিখুক প্রিয় জিনিসও

কাছের মানুষ ও জিনিসের উপরে অধিকারবোধ কাজ করে ছোটদের। তবে ধীরে-ধীরে এই অভ্যেস পাল্টানো দরকার

বালিশটা কিছুতেই কাছছাড়া করতে চায় না মিঠি। কেউ মাথা দেবে ভেবে আগেই জাপটে ধরে নরম বালিশটাকে।

বাবা-মা কথা বললে বা কখনও একটু পাশাপাশি বসলেই সঙ্গে-সঙ্গে দু’জনকে ঠেলে ফাঁকে ঢুকে পড়ে জিনি। রাহুল সব কিছু অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেও লাল গাড়িটা দেয় না। কোনও বন্ধু নিলেও ঠোঁট ফুলে যায় ওর।

শিশুদের নাম বদলে গেলেও ছবিগুলো বড্ড চেনা অভিভাবকদের। প্রথম চেনা পৃথিবী মাতৃগর্ভ। সেখান থেকে বেরিয়ে মায়ের গায়ের গন্ধ, কোল, এটুকুই বড্ড আপন হয় সন্তানের। এই চেনা পৃথিবীকেই আঁকড়ে ধরে সে। সবচেয়ে নিরাপদ বোধ করে। কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীর পরিধি যদি না বাড়ে, আঁকড়ে থাকা, অধিকার বোধের মাত্রা যদি না কমে, তা হলেই চিন্তা। আমরা অভিভাবকেরা ভাবতে বসি, ‘ছেলেটা কি বড্ড পজ়েসিভ হয়ে গেল!’ ‘মেয়েটা কি ভাগ করে নেওয়া শিখছে না?’ ‘সন্তানের মধ্যে কি স্বার্থপরতা দেখা যাচ্ছে’, এমনই হাজার ভাবনা। কিন্তু ভেবে দেখুন, ছোটবেলায় আমরাও হয়তো এমনই ছিলাম।

> বাবা-মায়ের মধ্যে যাঁর উপরে সন্তানের নির্ভরতা বেশি, কিছু ক্ষেত্রে তাঁর বদলে অন্য জন এগিয়ে আসুন

ছোটদের ‘পজ়েসিভনেস’ বা অধিকারবোধ স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। প্রিয় জিনিস থেকে প্রিয় মানুষ, কোনওটাই সে ছোট্ট মুঠো থেকে ছাড়তে চায় না। কিন্তু শৈশবের একটা করে ধাপ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অধিকারের মাত্রাটাও কমার কথা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিশুটি যত সকলের সঙ্গে মিশবে, নতুন জিনিস দেখবে, তত ওর পৃথিবীটা বড় হবে। প্রত্যেকটা অচেনা জিনিস বা মানুষের সঙ্গেই যে ভয়ের, অজানার একটা সংযোগ থাকে, সেটা কাটিয়ে উঠবে সে। নিরাপত্তাহীনতা যত কমবে, তত কমবে আঁকড়ে ধরার প্রবণতাও। সাইকোথেরাপিস্ট জলি লাহা বললেন, ‘‘বাচ্চারা চেনা পৃথিবীর মধ্যে নিরাপদ অনুভব করে। এটা স্বাভাবিক। সেটা মানুষ, ঘর, খেলনা, বন্ধু, জামাকাপড় থেকে একটা বালিশ সবই হতে পারে। কিন্তু এটা থেকে বেরোতে না পারলে সমস্যা। বাচ্চা কাঁদছে বলে অনেকেই ঝট করে ওর চাহিদা মিটিয়ে দেন। প্রিয় জিনিসটা হাতে গুঁজে দিয়ে শান্ত করান। কিন্তু অচেনা জিনিসের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোটাও জরুরি। তা না হলে বাচ্চার আত্মবিশ্বাস আসবে না।’’ প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করলে তাঁদের পর্যবেক্ষণ করতে করতে শেখে শিশুরা। জোর করা ঠিক নয়। তবে যত দেখবে, যত আগ্রহ জন্মাবে ততই সুবিধে হবে, দাবি জলির।

পেরেন্টিং কনসালট্যান্ট পায়েল ঘোষের কথায়, “এই অধিকার বোধের ব্যাপারটা পাঁচ বছর পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি থাকে। এটা দু’রকম হতে পারে। বস্তুর উপরে ও সম্পর্কের উপরে। সোজা কথায়, যেখানে ওদের আরাম, সেটা ওরা ছাড়তে চায় না। এখন বহু বাড়িতেই বাবা-মা দু’জনে চাকরি করেন, সন্তান গৃহসহায়িকার কাছে থাকে। তিনি যদি শিশুটির ছোটখাটো চাহিদা, আরাম ভাল বুঝতে পারেন, শিশু যদি তাঁর থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পায়, তা হলে সেখানেও জন্মায় অধিকারবোধ। এমনও দেখা যায়, বাবা-মা থাকলেও হয়তো সেই গৃহসহায়িকা ছাড়া চলছে না শিশুটির। আসলে ভরসার জায়গা হয়ে ওঠেন তিনি। তবে এ ক্ষেত্রে অভিভাবককে সচেতন হতে হবে। সময় কাটাতে হবে সন্তানের সঙ্গে।”

অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের মধ্যে এক জনের প্রতিও ভীষণ পজ়েসিভ হয় সন্তান। বাবা-মাকে একসঙ্গে দেখলে মাঝে ঢুকে পড়া, বড়রা কথা বলার সময়ে অহেতুক সেখানে কথা বলা, এগুলো সবই নজর কাড়ার চেষ্টা। প্রিয়জনকে অন্য কারও সঙ্গে দেখলে, তার একা লাগতে থাকে। আবার এ নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যেও সমস্যা হয় অনেক সময়। পায়েল জানান, যে অভিভাবকের কাছে কম ঘেঁষে সন্তান, তিনিও আবেগ দিয়ে ভাবতে শুরু করেন। সন্তানের সঙ্গে বুঝি ফাঁক তৈরি হচ্ছে, সন্তান বোধহয় তাঁকে ভালবাসে না, এমন ভাবনা মাথাচাড়া দেয়। এ ক্ষেত্রে অভিভাবককে এ সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে হবে। বুঝতে হবে এটা সাময়িক। বেশি আবেগপ্রবণ না হয়ে সন্তানকে একটা পদ্ধতির মধ্যে ফেলতে হবে। নতুন জিনিস দেখিয়ে, আগ্রহ বাড়াতে হবে। ওর গণ্ডিটা বাড়িয়ে দিতে হবে। যাতে হাতের মুঠো খুলে দু’হাত ছড়িয়ে দিতে পারে ভরসা করে।

বাবা-মায়ের মধ্যে যাঁর উপরে সন্তানের নির্ভরতা বেশি, তাঁকে কিছু ক্ষেত্রে সরে গিয়ে অন্যকে জায়গা দিতে হবে। নয়তো একটা সময় নিজেরই অসন্তোষ তৈরি হবে। ‘বাচ্চা সব সময় আমাকেই জড়িয়ে থাকে’ থেকে ‘কেন কোল থেকে নামছে না, কেন কারও কাছে যাচ্ছে না’, এই ভাবনা এসে যাবে। সন্তানের ঘুমের সময়ে, স্কুলে আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রেও দু’জনে ঘুরিয়েফিরিয়ে সময় দিতে পারলে ভাল হয়। এক জনের উপরে নির্ভরতা কমবে।

এ ছাড়া পজ়েসিভনেস কাটাতে শিশুর সামাজিক যোগাযোগ, মেলামেশা বাড়ানো জরুরি। হয়তো সব সময় বাইরে, পার্কে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তখন বাড়িতে ডাকতে হবে বন্ধুদের। প্রতিবেশীদের সঙ্গে আপনার সুসম্পর্ক ওর মনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ওর আরাম, নিরাপদ অনুভব করার পরিধিটাও বাড়বে। আমাদের চারপাশে এখনও যে হাত বাড়ালেই বন্ধু, বুঝে যাবে সে। হারানোর ভয়কে হারিয়ে রোদ-বৃষ্টি ধরতে ছুটবে খুদে।

অরিতা ধারা ভট্ট

উষ্ণতম দিনে

কাট-আউট পোশাকে সাবলীল ও আত্মবিশ্বাসী **সৃজলা গুহ**। **পত্রিকার** পাতায় তারই ঝলক

কোনও পোশাকে আপনাকে কতটা নজরকাড়া দেখাবে, তা নির্ভর করে কতখানি আত্মবিশ্বাস মিশে আছে আপনার ব্যক্তিত্বে। বিশেষ করে তা যদি হয়, কাট-আউট পোশাকের মতো ট্রেন্ডি আউটফিট তা হলে কনফিডেন্সই শেষ কথা বলবে। নামীদামি ব্র্যান্ড থেকে ডিজ়াইনার কালেকশন... সবেতেই এখন কাট-আউট স্টাইল পছন্দ করছেন পোশাকশিল্পীরা। নানা প্যাটার্নের কাট-আউট পোশাক ডিজ়াইনার কালেকশনে সঙ্গী হয়েছে গত বছর থেকেই। একই ভাবে ২০২৩-এও এই পোশাকের রমরমা চলছে। তবে সময়ের সঙ্গে বদলাচ্ছে কাট-আউটের কায়দা।

কাট-আউট আসলে কী? ষাটের দশকে বেশ জনপ্রিয় ছিল পোশাকে কাট-আউট নকশা। তখন যে কোনও ধরনের কাট-আউট পোশাকে জ্যামিতিক আকৃতি বা একেবারেই অন্য ধরনের শেপের একটা অংশ থেকে উঁকি মারে শরীর। কোভিড পরবর্তী ফ্যাশনে এই ট্রেন্ডের পুনরুত্থান হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি বছর প্লাস-সাইজ়েও কাট-আউট পোশাকের কালেকশন এনেছেন বহু ডিজ়াইনার এবং ফ্যাশন স্টোর। একটা সময় অবধি গলা বা কোমরের অংশেই কেবল কাট-আউট ডিজ়াইন সীমিত ছিল। কিন্তু কোভিড পরবর্তী সময়ে এ ধরনের পোশাকে এক্সপেরিমেন্টও বেড়েছে। নব্য প্রজন্মের কাছে কাট-আউট আর ধরাবাঁধা গণ্ডির মধ্যে আটকে নেই। নবীন ডিজ়াইনার পায়েল গঙ্গোপাধ্যায় কাট-আউট পোশাক নিয়ে কাজ করছেন। তাঁর মতে, ‘‘কাট আউট পোশাক শুধুমাত্র নিজেকে আকর্ষক করে তোলার জন্য নয়। এই পোশাকে ধরা পড়ে আত্মবিশ্বাস। বিশেষ স্টাইলের এ ধরনের পোশাক এমন ভাবে ডিজ়াইন করা হয়, যাতে শরীরের কোনও অংশ দৃশ্যমান হলেও, তা যেন দৃষ্টিকটু না লাগে।’’

তারকা থেকে সাধারণে পছন্দের তালিকাতেও এখন রয়েছে কাট-আউট পোশাক। প্রতিষ্ঠিত মডেল ও ছোট পর্দার জনপ্রিয় মুখ সৃজলা গুহের কথায়, ‘‘পছন্দ, মুড ও অনুষ্ঠানের ধরনের উপর নির্ভর করে কাট-আউট পোশাক পরতে পছন্দ করি। কেউ যদি খুব ছোট পোশাক পরতে স্বচ্ছন্দ না হন, কিন্তু চান পায়ের অংশটি খোলামেলা থাকুক— সেখানেই স্বাধীনতা এনে দেয় কাট-আউট ড্রেস। সেই সঙ্গে এ ধরনের পোশাক পরতে গেলে ফিগারের যত্ন নেওয়া, নিজেকে ফিট রাখাও জরুরি। অন্য দিকে এই গরমে খানিকটা স্বস্তি পেতেও কাট-আউট অনবদ্য।”

কাট-আউটের নানা কায়দার মধ্যে অ্যাসিমেট্রিক্যাল কাট এখন ক্রেতাদের বিশেষ পছন্দের। সৃজলা অবশ্য বেছে নিয়েছেন ওয়ানশোল্ডার নেকলাইন উইথ স্লিটেড কাট-আউট ড্রেস। এর কাঁধ ও কোমরের কাট রীতিমতো সাহসী। অন্য দিকে পায়ের অংশে গভীর স্লিট।

ব্যস্ত জীবনেও সঙ্গী হতে পারে এ ধরনের স্টাইলিশ আউটফিট। অফিস থেকেই সরাসরি লাঞ্চ বা ব্রাঞ্চের পরিকল্পনা থাকলে বেছে নিতে পারেন ফ্লোরাল প্রিন্টেড মিডি ড্রেসের মতো পোশাক। ফ্রিল দেওয়া ফুলহাতা এই পোশাকটির মূল আকর্ষণ পিছনে কোমরের অংশে কাট আউট। তবে কেনার আগে অবশ্যই নিজের চেহারা, উচ্চতা ও শারীরিক গঠনের সঙ্গে মানানসই হচ্ছে কি না তা দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

এ ধরনের পোশাকে কোথায় কাট-আউট করা হবে, তার বাঁধাধরা কোনও নিয়ম নেই। মিন্ট গ্রিন হাইওয়েস্ট জাম্পসুট সে কথাই যেন বলে। কোমর ও পিছনের ব্যতিক্রমী কাটআউট, হল্টার নেকলাইনের নীচে কি-হোল কাট আউটের সঙ্গে টাই আপ প্রিন্টেড বেল্ট পোশাকটিকে আরও আর্কষক করে তুলেছে।

লাল রঙের ড্রেসটি রাতপার্টিতে দারুণ মানানসই। টার্টলনেক, কোমরে দু’দিকে কাট-আউট এবং নেক লাইনে রয়েছে স্টোন এমব্রয়ডারি, যা এনেছে উৎসবের আমেজ।

ফ্যাশন নিয়ত নতুনতর ছন্দে আবর্তিত হয়, তার দোসর কাট ও প্রিন্ট। এই উষ্ণ মরসুমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাট-আউট স্টাইল তার ডানা মেলেছে।

ঈপ্সিতা বসু

ছবি: জয়দীপ মণ্ডল; **মেকআপ:** ভাস্কর বিশ্বাস; **হেয়ার:** সুপ্রিয়া হালদার; **স্টাইলিং:** ঋতজা গোলদার; **পোশাক:** চিত্রি বাই পিয়ালি (ওয়ান শোল্ডার স্লিটেড ড্রেস, জাম্প সুট) রাজা অ্যান্ড প্রদীপ্ত (লাল ড্রেস), শপার্স স্টপ, অ্যাক্রোপলিস মল (ফ্লোরাল প্রিন্টের ড্রেস); **গয়না:** বিবিডি লাইট (ইউনিট অফ বিনোদবিহারী দত্ত জুয়েলার্স), শপার্স স্টপ; **লোকেশন ও হসপিটালিটি:** প্রিন্সটন ক্লাব, আনোয়ার শাহ রোড; **ফুড পার্টনার:** ফিউশন ফ্যান্টাসি, সাদার্ন অ্যাভিনিউ